২১-০২-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - হুঁশিয়ার হয়ে, সমঝদার হয়ে নিজের চার্ট (পোতামল) দেখো, কোনো কর্মেন্দ্রিয় কৌশলে ভুলপথে চালিত করছেনা তো ! সারাদিনের মধ্যে যদি কোনো ভাবে ভুল হয়ে যায় তাহলে নিজেই নিজেকে শাস্তি দাও। "

প্রশ্ন :- কিসের ভিত্তিতে বাবার সাথে সত্যকার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করে উচ্চ পদের প্রাপ্তি হতে পারে ?

উত্তর :- বাবার সাথে সত্যকারে ব্যাপার করতে হলে বাবার প্রত্যেকটা নির্দেশ মেনে চলতে হবে । বাবা বলেন, বাচ্চারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হলে তোমাদের ভেতরের খারাপ অভ্যাস গুলোকে বাইরে বের করে দিতে হবে । কুদৃষ্টি, ক্রোধ , ইত্যাদি দ্বারা অনেক ক্ষতি হয়ে যায় , এইজন্য কর্ম - অকর্ম - বিকর্মের যে গুহ্য গতি বাবা বুঝিয়েছেন, সেটাকে বুদ্ধিতে ধরে রাখো ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা এখানে আত্ম অভিমানী হয়ে বসে আছো ? প্রত্যেকটা কথা নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করতে হয় । বাবা যুক্তি বলে দেন যে, নিজেরাই নিজেদের জিজ্ঞাসা করো যে আমরা কি আত্ম অভিমানী হয়ে বসে আছি ? বাবাকে স্মরণ করছো তো ? এটাই তোমাদের সেনা । ওই সেনাদলে কেবলমাত্র তরুণেরা থাকে । তোমাদের এই সৈন্যদের মধ্যে বৃদ্ধ, তরুণ, বাচ্চারা সবাই আছে । ৮০-৯০ বছরের বৃদ্ধরাও আছে । এই সেনাদের ভূমিকা মায়াকে জয় করা । তোমাদের প্রত্যেককে মায়াকে জয় করে বেহদের বর্সা (রাজ্য অধিকার) নিতে হবে । মায়া অত্যন্ত বলবান আর নাছোড়-বান্দা; অনেক তুফান নিয়ে আসে । তোমার প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয় তোমাকে কৌশলে ভুলপথে নিয়ে যায় । সবথেকে বেশী কোন কর্মেন্দ্রিয় তোমার মনে সংশয় জাগায় ? চোখ সবথেকে অধিক সংশয় জাগায় । তোমাদের বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে - যদিওবা তোমরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে একত্রে বাস করো তবুও বুদ্ধির দ্বারা বুঝে নেবে যে আমরা হলাম বি. কে । তা নাহলে তোমাদের চোখ তোমাদের প্রতারণা করবে অর্থাত্ ঠকাবে । এটাও চার্টে লিখে রাখতে হবে যে - সারাদিন ধরে আমাদের কোন কর্মেন্দ্রিয় ঠকিয়েছে ! চোখ এক নম্বরের ধোঁকাবাজ । বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চোখই অধিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় । সুরদাসের উদাহরণ আছে, তার চোখ তাকে প্রতারণা করলে সে নিজেই নিজেকে দৃষ্টিশক্তিহীন করে দিয়েছিলো । যদিও বাচ্চারা সার্ভিস ভালোই করে - কিন্তু মায়াও তো কম নয় । চোখ খুব ভুল বোঝায় আর একদম পদভ্রষ্ট করে দেয় । যারা বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী তারা সারাদিনের সব নোট রাখবে, তারা কোনও ভুল করেছে কিনা ! ভক্তি মার্গে নিজেদেরকে চপেটাঘাত করে যাতে স্মরণে থাকে যে আর এই রকম কাজ কখনো করব না । এইভাবে তোমরাও নিজেদের পরীক্ষা করতে থাকো । তোমাদের চোখ যদি কখনো ভুল পথে চালিত করে তবে নিজেকে শাস্তি দাও । সেখান থেকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া উচিত্ । দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ঠিক নয়। সন্ন্যাসীরা অনেকেই চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন । মহিলাদের দেখেননা । ওখানে পুরুষেরা সামনে আর মহিলাদের পিছনের দিকে বসানো হয় । এখানে বাচ্চারা তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে । বিশ্বের রাজত্ব পাওয়া মাসীর বাড়ী যাওয়ার মতো সহজ নয় । বাচ্চারা তোমরা এখন সঙ্গমযুগে আছো । বাবা বলছেন যে সঙ্গমের সাথে সাথে পুরুষোত্তম কথাটা নিশ্চয়ই লিখবে, যাতে অন্য কাউকে বোঝানো সহজ হয় । এটা শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, যেখানে তোমরা মানুষ থেকে

দেবতায় পরিণত হচ্ছ । গান আছে না —মানুষ থেকে দেবতা হয়েছে... কোন মানুষেরা ? কলিযুগী । দেবতারা তো থাকেন সত্যযুগে । সুতরাং, কলিযুগী মানুষদের দেবতা, নরকবাসীদের স্বর্গবাসী বানাবার জন্যই বাবা আসেন । এটা তো এখন তোমরা জানো । মানুষ অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে । অনেকেই আছে যারা স্বর্গ দেখতেই পারবে না । বাবা বলেন, তোমাদের এই ধর্ম সুখ প্রদানকারী । যদিও তারা হেভেনলি গড ফাদারকে স্মরণ করে, তবু তারা জানেনা উঁনি স্বর্গের স্থাপনা করেছেন । অন্য আরো ধর্মীয় লোকেরাও হেভেনলি গড ফাদারের কথা বলে, কিন্তু ওদের জানা নেই স্বর্গে তাদের পার্ট নেই । খ্রিস্টানরা নিজেরা বলে যে প্যারাডাইজ ছিলো । এই দেবী দেবতাদের গড গডেস বলা হয় । কিন্তু এটা বুঝতে পারেনা যে, নিশ্চয়ই গড ওদেরকে গড গডেস বানিয়েছেন । বাবা এখন তোমাদের তাঁদের মতো তৈরি করছেন । তাই তোমাদের এখন পরিশ্রম করা উচিত্ । প্রত্যেকদিন নিজেকে জিজ্ঞেস করো, কোন কর্মেন্দ্রিয় আমায় ভুলপথে চালিত করছে ? জিহ্বাও কম নয় । ভালো জিনিস দেখলেই মনে হয় এটা খাই . . . প্রথমদিকে তোমরা যা ভুল করতে আদালতে তোমাদের বাচ্চাদের জবাব দিতে হতো । শিববাবার যজ্ঞ থেকে কিছু চুরি করা খুবই খারাপ । যেমনই হোক, মায়া সহজেই অনেকের নাক ধরে ফেলে । তাই বাবা বলছেন, বাচ্চারা তোমাদের যা খারাপ অভ্যাস আছে সেইগুলো ছেড়ে দেওয়া উচিত । তা নাহলে তোমাদের উচ্চ পদের প্রাপ্তি হবে না । যদিও তোমরা স্বর্গে যাবে কিন্তু সেখানে রাজা আর প্রজার মধ্যে অনেক ফারাক....প্রজার মধ্যেও গরীব আর ধনবান থাকে । কর্মেন্দ্রিয় সম্বন্ধে তোমরা খুব সচেতন থাকবে । চার্ট রাখো । এটাও একরকমের ব্যাবসা; খুব কম সংখ্যক এই ব্যাবসা করে । বাবা বোঝাচ্ছেন যে, বাচ্চারা যদি আমার সাথে ব্যবসা করতে চাও, উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে চাও তাহলে আমার ডিরেকশন অনুসারে চলো । মায়া তোমাদের নিশ্চয়ই ভুলিয়ে দেবে, যদি তোমরা বাবার মতে না চলো তাহলে অন্তিমে তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হবে । সেই সময়ে তোমাদের অনেক অনুশোচনা করতে হবে । এখন তোমরা সবাই বলো যে, আমরা নর থেকে নারায়ণ হবো । কিন্তু নিজেকে সর্বদা প্রশ্ন করতে হবে, বাবার নির্দেশ মেনে চললে তাহলে অনেক উন্নতি করবে । সমস্তদিনের চার্ট যাচাই করো । তোমার চোখ কি তোমায় কৌশল করে ভুলপথে নিয়ে যায় ? লক্ষ্য অনেক উঁচু এইজন্য ৮ রত্নই পাশ উইথ অনার হয়। যদিও ৯ রত্ন থাকে , কিন্তু নম্বর ওয়ান হলেন বাবা, বাকিরা আট রত্ন , যখন মানুষের গ্রহদোষ হয় তখন ৮ রত্নের আংটি ধারণ করে । তাই পাশ উইথ অনার ৮ রত্নের। বাদবাকিদের কিছু না কিছু দাগ লেগে যায় , আর এর জন্য অনেক প্ররিশ্রম করতে হবে । এই রাজ্য রাবণের । সত্যযুগে. এই সব হয় না কেননা ওখানে রাবণের অস্তিত্ব থাকেনা । উঁচু পদ দেওয়ার জন্য বাবা তোমাদের পড়ান । এই ব্যাপারে বিচার করে দেখো ! মানুষ গুরু বানায় , উঁনি সদগুরু । তারা ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে প্রত্যেককে বাবার থেকে সরিয়ে দিয়েছে । তোমরা তাদের বলতে পারো, বাবা বলেন, অনবরত কেবল একমাত্র আমাকে স্মরণ করো । আমি পতিত পাবন। তারপর তোমরা বলো, তিনি নুড়ি পাথরের ভিতরেও বিরাজ করেন । বাবা বলেন তোমরা সব আসুরিক মত অনুসরণ করে আমার গ্লানি করছ, আমার বদনাম করছ । আমাকে এখন সবার উপকার করতে হবে । বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে কুদৃষ্টি, ক্রোধ ইত্যাদি থাকা উচিত নয় । এর ফলে তোমরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করছ । কারও দৃষ্টি খারাপ হলে তার থেকে খারাপ ভাইব্রেশন তোমাদের মধ্যে আসতে থাকে । এটা অন্যদেরও টেনে আনে । বাবা মুহুর্মুহু বাচ্চাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেন। বাচ্চারা নিজেদের দেখো আর চেক করো কোনো কর্মেন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে নিজেরা কোনও বিকর্ম করনি তো ! এই সময় এখন বিকর্মের, আগের সময় ছিলো তাদের যারা বিকর্মকে জয় করেছিলো । তারপর

তোমরা যখন আবারও বিকর্ম করতে শুরু করো তখন থেকে বিকর্ম কাল শুরু হয় । এখন বাবা তোমাদের বাচ্চাদের কর্ম-অকর্মের গতি বুঝিয়ে দিচ্ছেন । কর্ম তো করতেই হবে । সত্যযুগে তোমাদের কর্ম, অকর্ম (neutral) হয়ে যায় । এই সব কথা এখন তোমরা সব জানো । অন্যরা সব ঘোর অন্ধকারে পড়ে রয়েছে । তোমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছো । একমাত্র বাবাই তোমাদের ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী বানাতে পারেন। এই ড্রামার রহস্য কেউ একদমই জানে না । তোমরা মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন সব কিছু জানো । অর্ধ কল্পের পরে আবার অন্যান্য ধর্ম আসে এবং পরে বৃদ্ধি পেতে থাকে । তাঁদের গুরু বলা হয় না । গুরু তো একজন ছাড়া আর কেউ হয় না অর্থাৎ সদগতি একজনই করান । এখন সবার সদগতি হতে হবে । ওনাদের ধর্ম স্থাপনকারী বলা হয় , গুরু নয়। সুতরাং, তাঁদেরকে স্মরণ করলে সদগতি প্রাপ্ত হবে না । আর বিকর্ম বিনাশ হবে না, একে ভক্তি বলা হয়ে থাকে । একমাত্র তোমরা কেবল জ্ঞানের লাইনে আছো । এই হলো পান্ডব সেনা । তোমরা সবাই পান্ডা; যারা প্রত্যেককে শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যাও । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে তোমরা সকলে গাইড । বাবা হলেন লিবারেটর আর গাইড । তিনি প্রত্যেককে মুক্তি প্রদান করেন । বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তারপরও যদি তোমরা কোনও বিকর্ম করো তাহলে শতগুন অধিক শাস্তি পেতে হবে, এই জন্য যত দূর সম্ভব কোনো বিকর্ম কোরো না, বিকর্ম তোমাদের নাম বদনাম করে দেয় । বিকর্ম করতে থাকলে সেটা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে এই জন্য তোমাদের এখন খুব সাবধানে থাকতে হবে । ভাই বোনদের দৃষ্টি অতি স্বচ্ছ হওয়া দরকার । আমরা ব্রহ্মার সন্তান, শিবের পৌত্র । শিববাবার কাছে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাসত্বেও প্রতিজ্ঞা রক্ষার বদলে মায়া তোমাদের কৌশলে ভুলপথে নিয়ে যায় । বলা খুবই সহজ যে আমরা লক্ষ্মী নারায়ণ হবো । কিন্তু তোমাদেরকে ডাইরেকশন অনুযায়ী অভ্যাস করতে হবে । স্বামী-স্ত্রীর সারাদিন পরস্পরের সাথে জ্ঞানের কথা আলোচনা করা উচিত্ । দুজনেই বলে আমরা বাবার কাছ থেকে পুরো বর্সা নেব । টিচারের কাছে পড়াশোনা করব । তোমরা এমন টিচার আর কখনও খুঁজে পাবে ? এটা তো কেবল তোমরাই জানো, দেবতারাও বাবাকে জানে না তাহলে অন্য ধর্মের মানুষ কেমন করে জানবে । এখন বাবা তোমাদের সারা সৃষ্টির আদি - মধ্য- অন্তের জ্ঞান শোনাচ্ছেন । এই জ্ঞান আস্তে আস্তে প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে । আমিই যদি লুপ্ত হয়ে যাই তবে এই জ্ঞান কোথা থেকে পাবে । বাবা বাচ্চাদের যুক্তি (বুদ্ধি) দেন যে সর্বদা স্মরণে রাখবে যে আমাদের শিববাবা জ্ঞান শোনান । এটা জানবে যে আমিও শিববাবার থেকে বর্সা (অধিকার) নিয়েছি এবং সেটা স্টুডেন্ট লাইফেই । তোমরাও মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়াশোনা করছো । দেবতারা সত্যযুগে বিদ্যমান । আর কলিযুগে মানুষেরা । তার মধ্যে অনেক ধর্মও আছে । এইসব বিষয় খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে । এখানে তো অনেকজন আসে কিন্তু ভাগ্যে নেই বলে সংশয়ের মধ্যে থাকে আর বলে শিববাবা এনার মধ্যে এসে আমাদের পড়ান; আমি এইসব বুঝতে পারিনা । আরে, শিববাবা যদি না আসেন তো তাহলে শিববাবাকে স্মরণ কেমন করে করবে, যাতে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হতে পারে ! ওঁনার স্মরণ ছাড়া বিকর্ম বিনাশ হতেই পারবে না । নাহলে অনেক শাস্তি পেতে হবে । এছাড়া যে পদ প্রাপ্ত করবে তা পাই পয়সা মূল্যের হবে । এখানে রাজধানী তৈরি হচ্ছে । রাজাদের কাছে দাস দাসী তো থাকে, তাই না । বাবাকে জিজ্ঞেস করো যদি আমরা এখন আমাদের শরীর ছেড়ে দিই তবে আমরা কি পদপ্রাপ্ত হবো ? তখন বাবা সব বলে দেবেন । নম্বর অনুযায়ী সব হবে । এই পড়াশোনা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এর দ্বারা অনেক উপার্জন হবে । মানুষের অর্থ উপার্জনের জন্য তাদের নিজেদের কত

সমস্যা হয় । দিন রাত তাদের বুদ্ধি এই চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে । তাদের জীবিকানির্বাহকারী কাজের দরদস্তুর চলতে থাকে । তোমাদের কাছেও বড় বড় ব্যবসায়ী আসে । বলে যে কি করব একদম ফুরসত নেই । তোমরা বিশ্বের বাদশাহী পেতে পারো, কেবলমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে । তোমরা নিজের ইষ্টদেবও তো স্মরণ করো, তাই না । কোনো দেবতার স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে না । এইজন্য বাবা বারে বারে বোঝান যে যাতে কেউ না বলতে পারে যে তাদের কেউ কিছু বোঝায়নি । বাচ্চারা তোমাদের প্রত্যেককে বার্তা দিতে হবে । এরোপ্লেন থেকে লিফলেট ফেলতে পারলে খুব ভালো হয় । কেউ এমন যেন বলতে না পারে যে, আমরা জানতেই পারিনি যে বাবা এসেছেন , এই জন্য এই সব করতে হয় । ব্রহ্মা হলেন শিববাবার প্রথম বাচ্চা । প্রজাপিতা ব্রহ্মা, ইঁনিও তো বাবাই হলেন , তাই না । ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন । বাবা বলেন, আমি এনার দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি । সব বিনাশ হবার পরে বিশ্বে সুখ, শান্তি, পবিত্রতা স্থাপিত হবে । কল্প কল্প ধরে এমন স্বর্গের স্থাপনা করি । সর্বদাই "বাবা" "বাবা " বলতে থাকো; যেন "বাবা" বলতেই চোখে প্রেম অশ্রু চলে আসে । বলবে, বাবা ! আমি কবে আপনার দেখা পাব ! কিন্তু যারা সামনে বসে আছে তারা তাঁকে মানে না আর যারা দেখতে পাচ্ছে না তারা ছটফট করছে । এটা ওয়ান্ডার ! তারা লেখে, আমাকে বন্ধন থেকে মুক্ত করুন । কেউ কেউ বাবার হয়ে আবার মায়ার হয়ে যায় । অন্তিমে তাদের স্মরণে আসবে । কারও মৃত্যু সময় আসন্ন হলে তাকে রামনাম করতে বলা হয়, অন্তিমে এই নামকীর্তনই সমূলে টেনে তুলবে । সবাই ভাবছে যে বাবার স্মরণ দ্বারাই আমার বিকর্ম বিনাশ হবে । বাবা বলছেন যে মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা নিজেদের কল্যাণ করো । বাবার শ্রীমত্ অনুসরণ করো । সবাইকে বার্তা দিতে থাকো । কেউ কেউ এরোপ্লেন থেকে পড়া লিফলেট প্রাপ্ত করে জাগরিত হয়েছিলো (হিস্ট্রি শোনাতে হবে) । সারা বিশ্বে বিশেষতঃ ভারতে সুখ শান্তির স্থাপনা করতেই হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণা করার জন্য মুখ্য সার :-

১) ভাই বোনের অথবা ভাই ভাইয়ের দৃষ্টি সুদৃঢ় করতে হবে, খুব সাবধানে থাকতে হবে । এমন কোনো কর্ম যেন না করা হয় যাতে বাবার নাম বদনাম হয় ।

২) বাবার সম্বন্ধে কোনো সংশয় যেন না থাকে । প্রেমপূর্ণ ভাবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । দিন রাত পড়াশোনায় মনোযোগ দিয়ে উপার্জন জমা করতে হবে ।

বরদান :- সঙ্গমযুগের প্রত্যেকটি মুহূর্ত উৎসব রূপে পালন করে সর্বদা উৎসাহ ও উদ্দীপনা সম্পন্ন ভবঃ

যে কোনো উৎসব, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে পালন করা হয় । ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জীবন হলো আনন্দ উৎসাহে পরিপূর্ণ জীবন । যেমন এই শরীরে শ্বাস থাকলে জীবন থাকে তেমনই ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস হলো উৎসাহ ও উদ্দীপনা, এই জন্যই সঙ্গমযুগের প্রত্যেকটা মুহূর্ত উৎসবের

মুহূর্ত। কিন্তু শ্বাসের গতি সর্বদা একরস, নর্মাল হওয়া উচিত । যদি শ্বাসের গতি খুব তাড়াতাড়ি হয় অথবা আস্তে হয়ে যায় তাহলে যথার্থ জীবন বলা যাবে না । তাহলে চেক করো যে ব্রাহ্মণ জীবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনার গতি নর্মাল অর্থাৎ একরস আছে তো !

স্লোগান :- সর্ব শক্তির খাজানাতে (treasure) সম্পন্ন থাকা -- এই হলো ব্রাহ্মণ স্বরূপের বিশেষত্ব ।